দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 01 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া ছাত্রছাত্রী ভর্তি॥ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

শাহজাহান মিয়া

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবির প্রেক্ষাপটে দেশে রাজনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে যখন তীব্র আকার ধারণ করছে, ঠিক সে সময় ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করে এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে কলেজে ভর্তির সরকারী সিদ্ধান্ত বেশ চমক সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই। ঘোষিত নতুন ব্যবস্থা ভর্তিকালীন প্রচণ্ড ঝক্কি-ঝামেলা থেকে মুক্তির সমূহ সুযোগ সৃষ্টি করায় ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতা ও অভিভাবকদের মধ্যে প্রথমদিকে প্রশান্তির বন্যা বইয়ে দেয়। নিদারুণ বিড়ম্বনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ায় তাঁরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বিষয়টির খুঁটিনাটি দিকগুলো বিচার-বিশ্লেষণ ও যথাযথ মূল্যায়ন হওয়ার পর ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষকসহ সব মহলেই ভর্তি পরীক্ষা বাতিল সম্পর্কে আস্তে আস্তে বেশ বিরূপ প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষণায় বলা হয়, বিভিন্ন কলেজে ভর্তির নিশ্চয়তা দেয়ার নামে কোচিং সেন্টারগুলোর জমজমাট ব্যবসা রোধ, ভর্তি সঙ্কট নিরসন, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের ভর্তিজনিত দুর্ভোগ থেকে মুক্তি প্রদান ও সমমানের কলেজগুলোতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকার ভর্তি পরীক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সরকারী সিদ্ধান্ত প্রথমে প্রশংসিত হলেও এর দুর্বল দিকগুলো সংশ্লিষ্ট সবার কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠলে অনেকেই এর প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করে। কারণ একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তড়িঘড়ি সরকারী সিদ্ধান্ত অনেকের মনেই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। সরকারী সিদ্ধান্ত একেবারেই অসার বা যুক্তিযুক্ত নয়, তা বলা যাবে না। আকস্মিকভাবে প্রচলিত একটি সর্বসম্মত ব্যবস্থাকে বাতিল করে নতুন একটি ব্যবস্থাকে চাপিয়ে না দিয়ে ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক-শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে এর ভালমন্দ দিকগুলো বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্ত নিলে আজ নানা মহলে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, তা হয়ত উঠতো না এবং এখানেই বিষয়টি সম্পর্কে সরকার কতটা আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান তা নিয়ে কথা উঠেছে।

ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি। দু' সপ্তাহের মাথায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় আর একটি ঘোষণা দেয়। বলা হয়, দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী কলেজ ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলতি বছর ভর্তির জন্য কোন পরীক্ষার প্রয়োজন হবে না। এছাড়া দেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, বিআইটি এবং মেডিক্যাল কলেজসমূহেও শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মেধা ক্রমানুসারে শিক্ষার্থীর ভর্তির সুপারিশ করা হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়।

জমজমাট কোচিং ব্যবসা রোধ নতুন ভর্তি ব্যবস্থা প্রবর্তনে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম কারণ বলে বলা হয়েছে। এটা নিতান্তই হাস্যকর। কোচিং ব্যবসা যদি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে তা স্বাভাবিক নিয়মে বন্ধ করার এখতিয়ার সরকারের সব সময়ই আছে। আর কোচিং সেন্টারগুলোর অবদান একেবারে শূন্যের কোঠায় হলে ছাত্রছাত্রীরা কোচিংয়ের প্রতি এতটা ঝুঁকে পড়তো বলে মনে হয় না। ভর্তির ব্যাপারে কোচিং সেন্টারগুলোর কিছু ভূমিকা আছে বলেই ছাত্রছাত্রীরা এগুলো থেকে সাহায্য নিয়ে থাকে। দেশের বর্তমান অবস্থায় স্কুল ও কলেজে শিক্ষা গ্রহণ যথেষ্ট বা পরিপূর্ণ হলে ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই বাবা-মায়ের বিপুল টাকার বিনিময়ে কোচিং সেন্টারগুলোতে ভিড় জমাতো না। কারণ সমস্যাটি আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির মধ্যেই নিহিত।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে দেশে চারটি শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। নবগঠিত চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড কাজ শুরু করলে বোর্ডের সংখ্যা দাঁড়াবে পাঁচ। বর্তমান চারটি বোর্ডের পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম শিক্ষা ব্যবস্থায়ও প্রার্থক্য বিদ্যমান। বোর্ডগুলোর প্রশ্নের মানে সামঞ্জস্য নেই বলে ছাত্রছাত্রীদের মেধার মূল্যায়নও সুষম হচ্ছে না। ফলে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার নম্বর প্রাপ্তিতেও তারতম্য ঘটছে। এ অবস্থায় অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্ন পরীক্ষার্থীদের চেয়ে কম নম্বর পেয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে। এমনকি এখনও চারটি বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান লাভকারীদের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যেও বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বোর্ডগুলোর গত এক দশকের ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, রাজশাহী বোর্ডের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশ বছরই ঢাকাসহ অন্য তিনটি বোর্ডের প্রথম তিনটি স্থান লাভকারী ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে।

ছবিঃ বায়েজিদ আক্তার

চারটি বোর্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান বৈষম্যের কারণে নতুন পদ্ধতি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নকলের প্রবণতা আরও বৃদ্ধি করে নম্বর প্রাপ্তির প্রতি তাদের বেশি মনোযোগী করে তুলবে।

মফস্বল এলাকায় যেমন কিছু গরিব মেধাবী ছেলেমেয়ে ভাল পড়াশুনার মাধ্যমেই ভাল ফল লাভে আগ্রহী, আবার শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে সঙ্গত কারণেই নকলের সুবিধা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকায় ভাল নম্বর পাওয়া অনেক সময়ই সহজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং নতুন ব্যবস্থায় ভর্তি গ্রামবাংলার এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যারা ভাল পড়াশুনা করেও কম নম্বর পায়, তারা কলেজে ভর্তির সময় তাদের মেধার প্রমাণ দিয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। নতুন ব্যবস্থা শুধু বেশি নম্বর প্রাপ্তির প্রতিযোগিতাকেই উৎসাহিত করবে। আর এ প্রবণতা প্রাধান্য পেলে শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে বাধ্য। কারণ দেশে ভাল কলেজের সংখ্যা নিতান্তই কম বলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের চেয়ে যে কোনভাবে নম্বর প্রাপ্তিই মুখ্য হয়ে উঠবে।

আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, দেশে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা ক্যাডেট কলেজগুলো ব্যতীত সাধারণত নিজ নিজ স্কুল বা কলেজে অনুষ্ঠিত হয় না। এক স্কুল বা কলেজে একাধিক স্কুল বা কলেজের পরীক্ষাও হয়ে থাকে। এ অবস্থায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা চলার সময় রেষারেষির সৃষ্টি হলে তার খেসারত অনেক সময় নিরীহ পরীক্ষার্থীদের দিতে হয়। তাই সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে অভিন্ন পরীক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা না গেলে যেনোতেনোভাবে একটু বেশি নম্বর পেয়ে ভাল কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ গ্রহণই হয়ে উঠবে প্রধান উদ্দেশ্য।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)